এক নজরে

১৯৯৭-৯৮ সালে জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) কর্মসূচি বিকশিত মাগুরা’র অধীনে ৬৬৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ২ লক্ষ্য ১০০ জন শিক্ষার্থীকে (১১-৪৫বছর বয়সী) ৬মাস ব্যাপী পাঠদান করা হয় ।অত:পর ২০০২ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতাত্তোর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ পরিচালিত হয় । এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪টি উপজেলার মোট ১২০ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ২১৬০০ জন শিক্ষার্থীকে ৯ মাস ব্যাপী (১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী)পাঠ দান ও বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় । মোট ১২ টি এনজিও’র মাধ্যমেএই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় ।

বর্তমানে মেৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪জেলা) নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে । প্রকল্পের আওতায় সদর উপজেলা ব্যতিত মহম্মদপুর, শালিখা ও শ্রীপুর উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে । মহম্মদপুর ও শ্রীপুরে উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড সোসাল এন্ড এগ্রিকালচারাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইসাডো) এবং শালিখা উপজেলায় রোভা ফাউন্ডেশন নামে ২টি এনজিও এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে । প্রথম পর্যায়ে মহম্মদপুর ও শালিখা উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই নিরক্ষর জরীপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং নিরক্ষরদের তালিকা উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।মহম্মদপুর উপজেলায় মোট নিরক্ষর সংখ্যা ২৩১১৫ জন,তার মধ্যে নারী নিরক্ষর ১১৪৩৭ জন, পুরুষ নিরক্ষর ১১৬৮৮জন এবং শালিখা উপজেলায় মোট নিরক্ষর ২০৫৭২ জন , নারী নিরক্ষর ১০২৪৩ জন , পুরুষ নিরক্ষর ১০৩২৯ জন । দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রীপর উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হবে । এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলায় ১৫-৪৫ বছর বয়সী সকল নিরক্ষর নারী পুরুষকে কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬মাস ব্যাপী পাঠ দান করা হবে ।প্রতিটি কেন্দ্রে ৩০ জন পুরুষ ৩০ জন নারী শিক্ষার্থী দুটি আলাদা শিফটে পড়া লেখা করবে ।সুতরাং প্রতিটি উপজেলায় ১৮০০০ জন করে মোট ৫৪০০০ জন শিক্ষার্থী এ কর্মসূচির আওতায় মেৌলিক সাক্ষরতা লাভের সুযোগ পাবে । উপজেলা ও জেলা প্রশাসন এ কর্মসূচি মনিটরিং এ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে । উল্লেখ্য প্রকল্পভূক্ত এলাকার মহম্মদপুর ও শালিখা উপজেলায় প্রোগ্রাম অফিসার ও অফিস সহায়কের পদায়ন ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং অফিস স্থাপন করা হয়েছে ।শ্রীপুর উপজেলায় ২য় ফেজে অফিস স্থাপন করা হবে । প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্ট চালানো হচ্ছে ।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রকাশিত ডাইরেক্টরীতে দেখা যায় ,মাগুরা জেলায় উপানুষ্ঠানিক এবং শিক্ষা কর্মসূচিতে জড়িত এনজিও’র সংখ্যা হলো ৯টি এবং খুলনা বিভাগে কাজ করে ১৪৩ টি এনজিও। মাগুরা জেলায় জড়িত এনজিওসমূহ যথাক্রমে-(১)ইসাডো(২)এনএডিই(৩)স্বপ্নীল (৪)টিএইচএন্ডএনএফ(৫) আর ডিসি (৬ )এইচএবিএমকেএফ(৭)বাস্কো ফাউন্ডেশন(৮)টিএস এম এস এসও(৯)রোভা ফাউন্ডেশন। সরকারী অর্থায়ন ব্যতিত বেশ কিছু এনজিও বর্তমানে মাগুরা জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে । জেলা প্রশাসক, মাগুরা কার্যালয়ের তথ্যানুযায়ী দেখা যায় জেলায় ৪১ টি এনজিও কাজ করে ।তন্মধ্যে ৭টি এনজিও সরাসরি শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে জড়িত ।

উল্লেখযোগ্য এনজি ও সমূহ হলো:

(০১) ব্র্যাক (০২) বাস্কো ফাউন্ডেশ (০৩) এপিডি ফাউন্ডেশ (০৪) আশা (০৫) এসডব্লিউসি (০৬) পল্লী প্রকৃতি (০৭)রিডো (০৮)জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশ (০৯) আরডিসি (১০) ফেইথ ইন এ্যাকশন (১১) রোভা ফাউন্ডডেশন (১২) স্বপ্নীল ফাউন্ডেশন (১৩) ইসাডো (১৪) এসডি বাংলাদেশ (১৫) আদ্ব-দ্বীন (১৬) এডিআই